প্রথম তফসিল

[৪৭ অনুচ্ছেদ]

অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের আইন নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১)।

[১][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৮)।]

[২][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯)।]

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১০)।

[৩][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (উদ্বাস্তু সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৩)।]

[৪][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী (অবসরগ্রহণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৪)।]

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোগ (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলযান কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ ন্যস্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (জরুরী বিধানাবলী) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৩০)।

[৫] [১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৪৭)।]

---

[১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) এর ৫২ ধারার বলে "১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৮)" সন্নিবেশিত।

[২] বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেস) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ৪৪ নং অধ্যাদেশ) বলে বাতিলকৃত।

[৩] ২৬-৯-১৯৭৫ ইং তারিখে অতিবাহিত।

[৪] পাবলিক সার্ভেন্টস (অবসর) অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ২৬ নং অধ্যাদেশ) বলে বাতিলকৃত।

[৫] বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থা (রহিতকরণ) আইন, ১৯৮১ (১৯৮১ সালের ৩ নং আইন) বলে বাতিলকৃত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

[১][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তফসিলভুক্ত অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫০)।]

[২][১৯৭২ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী সংগঠনসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৪)।]

[৩][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৭)।]

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন পর্ষদসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৯)।

[৪][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেজ্ স্ক্রীনিং) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৬৭)।]

[৫][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৭৩)।]

[৬][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার ও আংশিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (কর্মচারীদের বেতন-নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৭৯)।]

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯৫)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভূমি জিরাত (সীমাবদ্ধকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯৮)।

[৭][১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বিমান আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৬)।]

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ কৃষি ব্যাঙ্ক আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৯)।

এবং রাষ্ট্রপতির আদেশসহ প্রচলিত আইনের দ্বারা কৃত উপরি-উক্ত আইন ও আদেশসমূহের সকল সংশোধনী।

[**দ্বিতীয় তফসিল রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন**—সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন) এর ৩০ ধারাবলে দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্ত।]

---

[১] বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ১৪ নং আইন) বলে বাতিলকৃত।

[২] কর্মচারীগণের বেতন ভাতা আইন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ১৯৭৭ (১৯৭৭ সালের ৪২ নং অধ্যাদেশ) বলে বাতিলকৃত।

[৩] বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের ৩০ নং অধ্যাদেশ) বলে বাতিলকৃত।

[৪] বাংলাদেশ (সার্ভিসেস স্ক্রীনিং) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ১৯৭৭ (১৯৭৭ সালের ১৫ নং অধ্যাদেশ) বলে বাতিলকৃত।

[৫] বাংলাদেশ সরকার হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ৫৯ নং অধ্যাদেশ) বলে বাতিলকৃত।

[৬] বাংলাদেশ বিমান করপোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) বলে বাতিলকৃত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

তৃতীয় তফসিল

[১৪৮ অনুচ্ছেদ]

শপথ ও ঘোষণা

১। রাষ্ট্রপতি।—[১][**স্পীকার**] কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

[২][* * *]

[৩][* * *]

২। [৪][প্রধানমন্ত্রী] [৫][* * *] **এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী**।—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) ঃ

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

---

[১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৩(ক) ধারাবলে "প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)-এর ২৪(ক) ধারাবলে "১ক। উপ-রাষ্ট্রপতি" শব্দটি বিলুপ্ত।

[৩] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৩(খ) ধারাবলে ফরম ১ক বিলুপ্ত।

[৪] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৩(গ) ধারাবলে "প্রধানমন্ত্রী" শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৫] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)-এর ২৪ (খ) ধারাবলে ",উপ-প্রধানমন্ত্রী" কমা ও শব্দটি বিলুপ্ত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা) ঃ

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী, বা উপমন্ত্রী)-রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।

[১][* * *]

৩। **স্পীকার।**—[২][রাষ্ট্রপতি] কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সংসদের স্পীকারের কর্তব্য (এবং কখনও আহুত হইলে রাষ্ট্রপতির কর্তব্য) বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

৪। **ডেপুটি স্পীকার।**—[২][রাষ্ট্রপতি] কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)- পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সংসদের ডেপুটি স্পীকারের কর্তব্য (এবং কখনও আহুত হইলে স্পীকারের কর্তব্য) বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

---

[১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৩(খ) ধারাবলে (২ক) ফরম বিলুপ্ত।

[২] সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন)-এর ৩১ ধারাবলে "প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

৫। সংসদ-সদস্য।—[১][* * *] স্পীকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে,

আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

এবং সংসদ-সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

৬। প্রধান বিচারপতি বা বিচারক।—প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারকের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., প্রধান বিচারপতি (বা ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্টের আপীল/হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

৭। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার।—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., প্রধান নির্বাচন কমিশনার (বা ক্ষেত্রমত নির্বাচন কমিশনার) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

---

[১] সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন) বলে "সংসদের কোন বৈঠকে" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

৮। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

৯। সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।—প্রধান বিচারপতির কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা)-পাঠ পরিচালিত হইবে ঃ

"আমি, ..., সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি (বা ক্ষেত্রমত সদস্য) নিযুক্ত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব ;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব ;

এবং আমার সরকারী কার্য ও সরকারী সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

চতুর্থ তফসিল

[১][১৫০(১) অনুচ্ছেদ]

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

গণপরিষদ ভঙ্গকরণ

১। প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান-রচনার যে দায়িত্বভার এই গণপরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা পালিত হওয়ায় এই সংবিধান-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

প্রথম নির্বাচন

২। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংসদ-সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্যসাধনকল্পে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ভোটার-তালিকা আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১০৪)-এর অধীন প্রস্তুত ভোটার-তালিকা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী প্রস্তুত ভোটার-তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রথম নির্বাচনের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ও পূর্বতন প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের অধীন চিহ্নিত সীমানা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্বাচন কমিশন-প্রয়োজনবোধে যে কোন নির্বাচনী এলাকার নাম কিংবা তাহার অন্তর্ভুক্ত মহকুমা বা থানার নাম পরিবর্তন করিয়া-সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকাসমূহের তালিকা প্রকাশ করিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লিখিত মহিলা-সদস্যদের আসন সম্পর্কিত বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য আইনের দ্বারা বিধান করা যাইবে।

ধারাবাহিকতা-রক্ষা ও অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাবলী

৩। (১) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোন আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

(২) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বাতিল হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে সংসদ যেদিন প্রথমবার মিলিত হইবে, সেইদিন পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়নগত ও নির্বাহী ক্ষমতা (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাসহ) যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সেইরূপে প্রযুক্ত হইতে থাকিবে।

[১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৪(ক) ধারাবলে "১৫০ অনুচ্ছেদ" সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

(৩) এই সংবিধানের যে বিধান সংসদের উপর আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সংসদ প্রথমবার মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান রাষ্ট্রপতিকে আদেশের দ্বারা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন আদেশ এইরূপে সক্রিয় হইবে, যেন তাহার বিধানাবলী সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

[১][* * *]

রাষ্ট্রপতি

৪। (১) এই সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইয়াছেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন পদাধিষ্ঠান এই সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদের (২) দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে গণ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) দফা-অনুযায়ী স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সংসদ গঠিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী

৫। এই সংবিধানের অধীন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের অধীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং তিনি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে এবং উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে তাঁহারা সেই সকল পদে বহাল থাকিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তাঁহারা স্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; তবে এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী-নিয়োগে নিবৃত্ত করিবে না।

বিচারবিভাগ

৬। (১) ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান আদেশের দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি-পদে যিনি এবং অন্যান্য বিচারক-পদে যাঁহারা এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত তারিখ হইতে স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন, যেন তাঁহারা এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন ক্ষেত্রমত প্রধান বিচারপতি বা বিচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে যাঁহারা এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদ-অনুসারে বিচারক-পদে (প্রধান বিচারপতি ব্যতীত) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা হাইকোর্ট বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী আপীল বিভাগে নিয়োগদান করা হইবে।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৩ক সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৪(গ) ধারাবলে বিলুপ্ত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

(৩) এই অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনগত কার্যধারা ব্যতীত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের যে সকল আইনগত কার্যধারা মীমাংসাধীন ছিল, তাহা হাইকোর্ট বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে ও উক্ত বিভাগে মীমাংসাধীন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রদত্ত হাইকোর্টের কোন রায় বা আদেশ হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত রায় বা আদেশের ক্ষমতা ও কার্যকরতা লাভ করিবে।

(৪) যে সকল আইনগত কার্যধারা এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগে মীমাংসাধীন ছিল, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে ঐ সকল কার্যধারা নিষ্পত্তির জন্য আপীল বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত যে কোন রায় বা আদেশ এইরূপ ক্ষমতা ও সক্রিয়তা লাভ করিবে, যেন তাহা আপীল বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত হইয়াছে।

(৫) এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) যে সকল আদি, আপীল ও অন্যান্য এখতিয়ার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ-দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ও উক্ত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য করা হইয়াছিল (হাইকোর্টের আপীল বিভাগের উপর ন্যস্ত এখতিয়ার ব্যতীত), এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে অনুরূপ এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত ও উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা-প্রয়োগরত সকল দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালত ও ট্রাইব্যুনাল এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে স্ব স্ব এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকিবেন এবং যাঁহারা অনুরূপ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল-সমূহের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন।

(৬) অধস্তন আদালত সম্পর্কিত এই সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের বিধানাবলী যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়িত করা হইবে এবং তাহা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদি এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত হইত, আইনের দ্বারা প্রণীত যে কোন বিধান-সাপেক্ষে তাহা সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে।

(৭) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কার্যধারা বাতিল হওয়া সম্পর্কে কোন প্রচলিত আইনের কার্যকরতাকে প্রভাবিত করিবে না।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

আপীলের অধিকার

৭। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কার্যরত কোন হাইকোর্ট (১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট (সংশোধনী) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯১) অধীন গঠিত আপীল বিভাগ ব্যতীত) কর্তৃক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবস হইতে প্রদত্ত, কৃত বা ঘোষিত যে কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডের বিরুদ্ধে সময়গত যে কোন বাধা সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করা যাইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ হাইকোর্ট বিভাগ হইতে আপীলের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, উপরি-উক্ত যে কোন আপীলের ক্ষেত্রে তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে ;

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অনুরূপ কোন আপীল করা যাইবে না।

নির্বাচন কমিশন

৮। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত নির্বাচন কমিশন উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে এবং যাঁহারা নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন, যেন তাঁহারা এই সংবিধানের অধীন অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সরকারী কর্ম কমিশন

৯। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত সরকারী কর্ম কমিশনসমূহ উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারী কর্ম কমিশন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সরকারী কর্ম

১০। (১) এই সংবিধান ও যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে

(ক) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত যে কোন ব্যক্তি উক্ত তারিখ হইতে স্বীয় কর্মে বহাল থাকিবেন এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার ক্ষেত্রে কর্মের যে শর্তাবলী প্রয়োগযোগ্য ছিল, তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় দায়িত্বপালনরত সকল বিচারবিভাগীয়, নির্বাহী ও মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারী এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে স্ব স্ব দায়িত্বপালন করিতে থাকিবেন।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৯) কিংবা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেস স্ক্রীনিং) আদেশের (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৬৭) অব্যাহত প্রয়োগে বাধাপ্রধান করিবে না ; অথবা

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে কোন সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কিংবা এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে বহাল ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী (পারিশ্রমিক, ছুটি, অবসর-ভাতার অধিকার ও শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি সংক্রান্ত অধিকারসহ) পরিবর্তন বা বাতিল করিয়া আইন-প্রণয়ন করা হইতে বিরত করিবে না।

পদে বহাল থাকার জন্য শপথ

১১। এই সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে যে সকল পদের জন্য শপথ বা ঘোষণা-পাঠের ফরম নির্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল পদে এই তফসিলের অধীন বহাল থাকিবেন, এমন যে কোন ব্যক্তি এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব যথাযথ ব্যক্তির সম্মুখে অনুরূপ ফরমে শপথ বা ঘোষণা পাঠ করিবেন ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।

স্থানীয় শাসন

[১][**১২**। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককাংশে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনের দ্বারা প্রণীত পরিবর্তন-সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে।]

করারোপ

১৩। এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের অধীন আরোপিত সকল কর ও ফি অব্যাহত থাকিবে, তবে আইনের দ্বারা তাহার তারতম্য বা তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে।

অন্তর্বর্তী আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ

১৪। সংসদ অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে চলতি অর্থ-বৎসরের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯, ৯০ ও ৯১ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী কার্যকর হইবে না এবং সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব হইতে যে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা বৈধভাবে ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁহার স্বাক্ষর-দ্বারা প্রমাণীকৃত অনুরূপ সকল ব্যয়ের একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

অতীত হিসাবের নিরীক্ষা

১৫। এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে চলতি অর্থ-বৎসর ও তাহার পূর্ববর্তী বৎসরগুলির হিসাব সম্পর্কে এই সংবিধানের অধীন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগযোগ্য হইবে এবং মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিবেন, রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

---

[১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৪(খ) ধারাবলে ১২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

সরকারের সম্পত্তি, পরিসম্পৎ, স্বত্ব, দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা

১৬। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল সম্পত্তি, পরিসম্পৎ বা স্বত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কিংবা উক্ত সরকারের পক্ষে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের সরকারের যে সকল দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রূপে অব্যাহত থাকিবে।

(৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কখনও কার্যরত কোন সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা প্রজাতন্ত্রের সরকার স্পষ্টরূপে গ্রহণ না করিলে তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা নহে কিংবা হইবে না।

আইনের উপযোগীকরণ ও অসুবিধা দূরীকরণ

১৭। (১) বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের বিধানাবলীকে এই সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংবিধান-প্রবর্তনের দুই বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সংশোধনী বা রহিতকরণের মাধ্যমে অনুরূপ বিধানাবলীর প্রয়োগ সংশোধন বা রহিত করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত যে কোন আদেশ ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে কার্যকর হইতে পারিবে।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত অস্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা হইতে এই সংবিধানের বিধানাবলীতে উত্তরণের জন্য উদ্ভূত যে কোন অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্দেশ দান করিতে পারিবেন যে, অনুরূপ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তাঁহার বিবেচনায় যেরূপ আবশ্যক বা সমীচীন হইবে, সেইরূপ পরিবর্তন, সংযোজন বা পরিবর্জনের মাধ্যমে গৃহীত উপযোগীকরণ-সাপেক্ষে এই সংবিধান কার্যকর হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের অধীন গঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকের পর অনুরূপ কোন আদেশ জারী করা হইবে না।

(৩) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রত্যেকটি আদেশ সংসদে উপস্থিত করা হইবে এবং সংসদের আইন-দ্বারা তাহা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।

[১][* * *]

---

[১] অনুচ্ছেদ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ এবং ২৩, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৪(গ) ধারাবলে বিলুপ্ত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

[১][পঞ্চম তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামীলীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারী করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো-এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

---

[১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫৫ ধারাবলে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিলগুলি সংযোজিত।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম-আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে-শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো-কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়াবো, ইন্‌শাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

ষষ্ঠ তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
কর্তৃক প্রদত্ত
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)

"ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ, ১৯৭১"

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

সপ্তম তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

©Legislative & Parliamentary Affairs Division

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্‌দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিসমন্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
প্রতিনিধি।]

©Legislative & Parliamentary Affairs Division